

70
2138

সংস্কৃত-ব্যুৎপাদিকা ।

ময়মনসিংহস্থ গবর্ণমেন্ট বঙ্গ-বিদ্যালয়-

সংস্কৃত শিক্ষক

শ্রীহরচন্দ্র সেন এম্‌এ-

লিখিত ।

প্রথম ভাগ ।

কলিকাতা।

চারু যশে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক
বাতির মৃগাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত ।

—
১৮৬২ ।—১২৬৮ ।

[মূল্য ৮০ তিন আনা মাত্র ।]

বিজ্ঞাপন ।

যাহারা পৌরাণিক সংস্কৃত কলাপ মুক্তবোধাদি ব্যাকরণ
অধ্যয়ন না করিয়া অচিরে সংস্কৃত সাহিত্যাদির বুজুংসা
এবং সংস্কৃত পদাবলি রচনার বিবিধতা রাখে, তাহার
অধমতঃ সুবিখ্যাত শ্রীম শ্রীযুক্ত জৈম্বরচন্দ্র বিন্দ্যানাগর মহা-
শযের প্রণীত উপক্রমণিকা তৎপর কৌমুদী দ্বন্দ্ব সত্ত্ব ও
তৎসজ্জাযোগে এই সংস্কৃত ব্যাকরণাদিকা অধ্যয়ন করিবে।
তবেই অভ্যাসকালমধ্যে দুরপায়নীক কলাপ মুক্তবোধাদির
বহু সমযোগলক্ষ্য জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। কথিত গ্রন্থ
সকল সংস্কৃত ব্যাকরণের কাণ্ডাচ জ্ঞান অংশকে উদ্ধৃত
হইয়াছে, এমত প্রতীক্ষা করিতে পারি না। না তর্কলেণ্ড এড-
মার সাহিত্যাদি নানা গ্রন্থাবলি এবং রচনাশক্তি না
হইলে যে একপ বলি যাইতে পারে না। তদ্রূপ অশিক্ষিত
তাঁহা ক্রমশঃ অপরভাগে সংকলন করিতেছি। বিচক্ষণ
মহোদয়গণ একবার নেত্রপাত করিয়া অধোনের শ্রম সকল ও
উৎসাহজনক পুঙ্খক চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

গুরুতি দোষবদন দূষণমপ্যাহারঃ

পুণ্ড্র সমস্তমগন তাকুতি অভাবাৎ ।

তদীরসঃ সঙ্গসমতদলো মহাজ্ঞা।

শ্রমেবনেতি গণনানুগতঃ কদাপি ।

আমি স্কৃতজ্ঞচিত্রে প্রকাশ করিতেছি যে ঢাকা প্রদেশের
বিদ্যালয়ের ডিপুটি তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রম স্বীকার করিয়া আমার এই পুস্তক
খান আচরম দৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীহরচন্দ্র সেন,

ঢাকা পাচদোনা।

সংস্কৃত-ব্যুৎপাদিকা ।

শব্দ ।

১। শব্দ ষড়্‌বিধ। শব্দ, লাক্ষণিক, কাট, যোগকট, যৌগিক, যৌগিককট ।

২। (শব্দ) যে সকল শব্দ জাতিবাচক^(১) হয়, তাহাদিগকে শব্দ বলে । যথা, বৃক্ষঃ, মনুষ্যঃ, পশুঃ ইত্যাদি ।

৩। (লাক্ষণিক) যে সকল শব্দ স্থায়ী অর্থের সহিত^(২) অন্য অর্থকে বোধ করে, তাহাও নাম লাক্ষণিক । যথা, নীলোৎপলম্, নীল শব্দে কেবল নীলগুণ মাত্র বুঝায়, লক্ষণা, করাতো নীলগুণ-বিশিষ্ট বোধ করিল, অতএব তাহার সহিত কৰ্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে ।

৪। (কাট) যে শব্দ কেবল তিন্ন, তিন্ন

(১) যে কয়েক শব্দ দ্বারা অনেক বস্তু বঝায়, তাহাকে জাতিবাচক বলে ।

(২) কোন কোন স্থানে স্থায়ী অর্থ পরিত্যাগ না করিলেও লাক্ষণিক হয় ।

সংস্কৃত-ব্যুৎপাদিকা।

ব্যক্তিকে বুঝায়, তাহার নাম কৃত । বথা, অর্জুনঃ ইত্যাদি ।

৫। (যোগকৃত) যে শব্দ অন্যকে বুঝাইতে পারে তাহা না বুঝাইয়া এক জাতীয় বস্তু কি এক ব্যক্তি বুঝায় তাহার নাম যোগকৃত । বথা, পদ্মজন্ম; পদ্মেতে বাহার জন্ম হয়, কিন্তু উৎপত্তি প্রভৃতি বস্তুর বস্তুই পদ্মে জন্মিয়া থাকে, সেই সকল না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকে বুঝাইয়া “শূলী” বাহার হস্তে শূল থাকে, শূলধারি ব্যক্তি তাবৎকে না বুঝাইয়া কেবল শিবকে বুঝাইল ।

৬। (যোগিক) যে শব্দ অবয়বের অর্থ দ্বারা ব্যক্তির বস্তু বোধ করে তাহার নাম যোগিক । বথা, পাতকঃ, পথে যে গমন করে, পাচকঃ, যে পাক করে, ভূপঃ, যে পৃথিবী পালন করে, লোচনম্, যাহা দ্বারা দর্শন করে ।

৭। (যোগিককৃত) যে সকল শব্দের অর্থ থাকিলেও প্রকাশ পায় না, তাহার নাম যোগিককৃত । বথা, মণ্ডপঃ; মণ্ডপ শব্দে-পৃথকে বুঝাইতে গেলে মণ্ড যে পান করে সে মণ্ডপ এই অর্থ কিছুই প্রকাশ পাইল না ।

বিশেষণ ।

বিশেষণ দুই প্রকার । সামান্যাদিকরণ, বাধিকরণ ।

৮। (সামান্যাদিকরণ) যে শব্দে বিশেষ্যের অবস্থা ও গুণ প্রকাশ করে; তাহার নাম সামান্যাদিকরণ বিশেষণ । যথা, কলবান্ বৃক্ষঃ; ইত্যাক্তে কলবান্ এই শব্দে বৃক্ষের সকলতা অবস্থা প্রকাশ করিল; পিঙ্গলাঃ কেশাঃ; পিঙ্গল শব্দে কেশের পিঙ্গলতা গুণ প্রকাশ করিয়াছে ।

৯। বিশেষ্যের যে লিঙ্গ যে বিভক্তি যে চেন যে কারক হয়, সামান্যাদিকরণ বিশেষণেও সেই লিঙ্গ সেই বিভক্তি সেই বচন সেই কারক হয় । যথা, মহান্ রাজা, মহাত্তো রাজানো, মহাস্তঃ রাজানঃ, মহান্তম্ রাজামস, মহতা রাজা, মহতো রাজা ইত্যাদি ।

১০। কতগুলি সম্বন্ধ্যবাচক শব্দ বিশেষ্যের লিঙ্গ ও কৃতিক বিশেষ্যের বচনও প্রকাশ করে না । যথা, বিংশতিঃ পুরুষাঃ, বিংশতিঃ স্ত্রীয়াঃ, ত্রিংশৎ কলানি, শত অবধি করিয়া সমুদয় সম্বন্ধ্যবাচক শব্দ ক্রীবলিঙ্গ ও বহুবচনান্তও হইয়।

ধাকে, বাস্ত ও নাস্ত* শব্দ তিন লিঙ্গেই এক রূপ বহুবচনান্ত হয় ।

ব্যাকরণ বিশেষণ ।

১১। যে শব্দ বিশেষ্যের গুণ ও অবস্থা প্রকাশ করে না, কিন্তু বিশেষ রূপে জ্ঞানিবার কারণ হয়, তাহার নাম ব্যাকরণ বিশেষণ । ব্যাকরণ বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । যথা “জটাবিশিষ্টতাপসমজ্জার্কীৎ” । জটাবিশিষ্ট তাপসকে দেখিয়াছিল, ইহাতে তাপস ব্যক্তি বিশেষ রূপে জ্ঞানিবার কারণ লটা ঈকন, এই রূপ “জগেন ক'র্ত্তিকেন্নাণাণ্ডোবেন অর্জুনাঃ” ।

১২। কতগুলি শব্দ বিশেষণ হইলেও লিঙ্গ ও বচন পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকে অ-জহল্লিঙ্গ বলে । যথা—

দারাঃ	পুংলিঙ্গ বহুবচনান্ত	স্ত্রী
কলত্রম	স্ত্রীলিঙ্গ	এ
আপঃ	স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনান্ত	অনন্ম
	ইত্যাদি ।*	

বিশেষ্য।

১৩। যাহা দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি জানা যায়, তাহার নাম বিশেষ্য। যথা, ঘটঃ, গৌঃ, ম-
হিষঃ, গুরুঃ, শিষ্যঃ ইত্যাদি।

কর্তা।

কর্তা তিন প্রকার। প্রকৃতিকর্তা, বিকৃতিকর্তা, হেতুকর্তা।

১৪। (প্রকৃতিকর্তা) যে করে, যে হয়, তাহার নাম প্রকৃতিকর্তা। যথা “দুঃখঃ পিবাতি শিশুঃ” শিশু দুঃখ পান করিতেছে, “কলন্তুবতি” কল হইতেছে।

১৫। (বিকৃতিকর্তা) এক বস্তুর গুণ দ্বারা কি আকৃতি দ্বারা অথবা প্রমাণ দ্বারা যে অবস্থান্তর বর্ণন করা যায়, তাহার নাম বিকৃতিকর্তা। যথা, ব্যাসো নারায়ণো বভূব” ব্যাস নারায়ণ ছিল, নারায়ণের গুণ ব্যাসেতে থাকাতে গুণ দ্বারা নারায়ণাবস্থা বর্ণন করা গেল, “ক্লমঃ কালী অভূৎ” ক্লমঃ কালী হইয়াছিল, আকৃতি

দ্বারা কালীর অবস্থা বর্ণন করা গেল, “গুরুঃ
প্রমাণমস্মি” গুরু প্রমাণ আছে।

১৬। (হেতুকর্তা) যে করায় তাহার নাম
হেতুকর্তা। যথা, “পাচয়তি” পাক করাইতেছে,
“জ্ঞাপয়তি” জ্ঞানাইতেছে।

১৭। কর্তৃবাচ্যে তিঙ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ
করিলে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি এবং ক্রি-
য়াতে যে বচন কর্তৃতেও সেই বচন হয়।
যথা, গচ্ছতি পুরুষঃ, গচ্ছতঃ পুরুষো, গচ্ছন্তি
পুরুষাঃ, অধ্যাপয়তি গুরুঃ, অধ্যাপয়তঃ গুরু,
অধ্যাপয়ন্তি গুরবঃ, মুষাদস্মদ্ কর্তা হইলেও
এই রূপ।

১৮। কোন স্থলে প্রকৃতিকর্তায় এক বচন
 থাকিলে বিকৃতিকর্তায় দ্বিবচন ও বহুবচন
 থাকে, প্রকৃতিকর্তায় বহুবচন থাকিলে বিকৃতি-
কর্তায় এক ও দ্বিবচন থাকে, যেহেতু বিকৃতি-
কর্তার অনুযায়িনী ক্রিয়া নয়, সেই হেতু বিকৃতি-
কর্তায় যে সংখ্যা থাকে, ক্রিয়াতে সেই সংখ্যা
 থাকে না। যথা “একোহ্লিকঃ পঞ্চ নৌকা ভবন্তি”

এক ব্রহ্ম পাঁচ নৌকা হইল, “বেদাঃ প্রমাণঃ সত্ত্বি” বেদ সকল প্রমাণ আছে ।

১৯ । কর্ম কিংবা ভাববাচ্যে তিঙ্ প্রয়োগ করিলে কর্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । যথা “পুস্তকং লিখাতে ভয়া” তোমা কর্তৃক পুস্তক লিখিত হইতেছে, “স্টীযতে ময়া” আমা কর্তৃক স্থিতি ।

কর্ম ।

কর্ম তিন প্রকার । নিরন্ত, বিকার্য, প্রাপ্য ।

২০ । (নিরন্ত) অজ্ঞাত যে বস্তুকে করে তাহার নাম নিরন্তকর্ম । যথা “বস্ত্রং বয়তি, ছত্রং করোতি” বস্ত্র ও ছত্র ছিল না, প্রস্তুত করিতেছে ।

২১ । (বিকার্য) যে বস্তুর গুণ দ্বারা বা আকৃতি দ্বারা অবস্থান্তর করে, তাহার নাম বিকার্যকর্ম । যথা “সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি” সুবর্ণকে কুণ্ডল করে, আকৃতি দ্বারা অবস্থান্তর করিল, “দুগ্ধং ঘনং করোতি” দুগ্ধকে ঘন করিতেছে, গুণ দ্বারা অবস্থান্তর করিল ।

২২। এ সকল ভিন্ন যে যে স্থানে কর্মপদ দেখা যায়, সমুদারভি প্রাপ্যকর্ম। যথা “চন্দ্রঃ পশ্চতি” চন্দ্রকে দেখিতেছে, “ধনং দদাতি” ধন দিতেছে।

২৩। কর্তৃকারকে তিঙ্ প্রত্যয় হইলে কর্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। যথা “পুত্রকঃ পঠতি শিশুঃ” শিশু পুত্রক পাঠ করিতেছে।

২৪। কর্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে কর্মক রকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা “পিতৃভ্যে চৌণা রাজা” রাজা কর্তৃক চৌর পীড়িত হইতেছে।

২৫। গমনার্থ, প্রাপণার্থ, শব্দার্থ, আহ্বানার্থ, জ্ঞানার্থ এবং অকর্মক দাতুর হেতুকর্তা হইলে আসল কর্তা কর্ম হয়। যথা “গ্রামং ভূতঃ গময়তি” গ্রামে ভূতাকে গমন করা-ইতেছে, “জ্ঞানং শিষ্যং প্রাপয়তি” শিষ্যকে জ্ঞান পাওয়াইতেছে, “হস্তিনং ঘোরশব্দং কারয়তি হস্তিপঃ” হস্তিপালক হস্তিকে ঘোর শব্দ করাইতেছে, “অগ্নং শিশুং ভোজয়তি মাতা” মাতা শিশুকে অগ্নি ভোজন করাই-তেছে, “প্রভুং মন্ত্রং জাপয়তি মন্ত্রী” মন্ত্রী

প্রভুকে মন্ত্র জানাইতেছে, “সুতমুৎপাদয়তি”
সুতকে উৎপাদন করিতেছে ।

২৬। সর্গ্যক ঋদন্ত ধাতুর হেতুকর্তা হইলে
বিকল্পে কর্তা কর্ম হয় । যথা “হামপদং কার-
য়তি” ত্বয়া অপদং কারয়তি” তোমাকে অপদ
করাইল ।

২৭। যে যে কর্তা কর্ম না হয়, হেতুকর্তা
হইলে সেই সেই কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হই-
বেক । যথা “শিশুনা চন্দ্রং দর্শয়তি” শিশুকে
চন্দ্র দেখাইতেছে ।

২৮। কর্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে হেতু-
কর্তাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, যে কর্তা কর্ম
হইল, তাহাতে প্রথমা বিভক্তি, তন্নিম্ন অন্য
কর্ম থাকিলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইবেক । যথা,
“এম্বং স ময়া জ্ঞাপ্যতে” আমা কর্তৃক সে এম্ব
জ্ঞাপিত হইতেছে, “পুত্রং উৎপাদ্যতে পিতা”
পিতা কর্তৃক পুত্র উৎপাদিত হইতেছে ।

২৯। চুহ, ক্র, প্রচ্ছ প্রভৃতি কত গুলি ধাতু
দ্বিকর্মক হইয়া থাকে । যথা “গাং পরো

১০ সংস্কৃত-ব্যাকরণাদিকা ।

দোষ্টি” গোকৈ চক্ষুঃ দোহন করিতেছে, “মাঃ সমস্তং ব্রবীতি” আগাকে সমস্ত বলিয়াছে, “ত্বাং সর্বং পৃচ্ছামি” তোমাকে সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি ।

৩০ । এই সকল ধাতু কর্মবাচ্যে প্রয়োগ করিলে ক্রিয়ার সহিত যে কর্মের মুখ্য সম্বন্ধ হয়, সেই কর্মেই প্রথম বিভক্তি হইবেক । যথা, “ময়া সমস্তমুক্তঃ” আমি কর্তৃক সে সমস্ত উক্ত হইয়াছে, “ত্বং তেন সর্বং পৃচ্ছ্যসে” তাহা কর্তৃক তুমি সকল জিজ্ঞাসিত হইতেছ ।

করণ ।

৩১ । যাহা দ্বারা কর্ম করা যায়, তাহাকে করণ কারক বলে, করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । যথা “দণ্ডেন ঘটং কুরোতি” দণ্ড দ্বারা ঘট করে, “হস্তেন পুস্তকং গৃহ্নাতি” হস্ত দ্বারা পুস্তক গ্রহণ করে ।

সম্প্রদান ।

৩২ । যাহাকে কোন বস্তু দেওয়া যায়, তাহাকে সম্প্রদান বলে, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী

বিত্তি হয় । যথা “ গুরুবে ধনং দদাতি”
গুরুকে ধন দিতেছে, “তু ভাং পুস্তকং দাস্তামি”
তোমাকে পুস্তক দিব, “মহং দেহি” আমাকে
দেও ।

অপাদান ।

৩৩ । বাহা হইতে তাহাকে অপাদান বলে,
অপাদান কারকে পক্ষমী বিত্তি হয় । যথা
“অচার্য্যাদধীতে” আচার্য্য হইতে অধ্যয়ন
করিতেছে, “হস্তাং পুস্তকং পপাত” হস্ত হ-
ইতে পুস্তক পড়িয়াছিল ।

অধিকরণ ।

৩৪ । যে আধার তাহাকে অধিকরণ বলে,
অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিত্তি হয় ।

অধিকরণ তিন প্রকার । ঔপল্লেশিক, অভি-
ব্যাপক, বৈষয়িক ।

৩৫ । (ঔপল্লেশিক) আধেয়ের উৎপত্তির
সহিত যে আধারের একত্র উৎপত্তি না হয়,
তাহার নাম ঔপল্লেশিক । যথা, “নিংহাসনে

রাজা উপবিশতি" সিংহাসনে রাজা উপবেশন করিয়াছে, রাজার উৎপত্তির সহিত একত্র সিংহাসনের উৎপত্তি হয় নাই ।

৩৬। (অভিব্যাপক) যে আধারের উৎপত্তির সহিত আধেয়ের একত্র উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে অভিব্যাপক বলে । যথা " তিলে তৈলম্ " তিলে তৈল, যখন তিল হইয়াছে তখন তৈল হইয়াছে ।

৩৭। (বৈষয়িক) যাহার আধেয় অন্যত্র থাকে না, তাহাকে বৈষয়িক বলে । যথা, জলে মৎস্যঃ সন্নি " জলেই মৎস্য থাকে ।

৩৮। গমনার্থ, অধ্যয়নার্থ, কতকগুলি ধাতুর বিকল্পে আধার হয় । যথা " গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামে গচ্ছতি " গ্রামে বা গ্রামকে যাইতেছে, " পুস্তকং পঠতি, পুস্তকে পঠতি " পুস্তককে বা পুস্তকে পাঠ করে ।

তিঙ্ প্রত্যয় ।

৩৯। তিঙ্ প্রত্যয় কেবল কর্তৃবাচ্যে কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যে হইয়া থাকে, যে সকল

কর্তৃক কৰ্ম আছে, তাহাকে সাকৰ্মক বলে, সাকৰ্মক ধাতুর কেবল কৰ্তৃবাচ্যে ও কৰ্মবাচ্যে প্রয়োগ হয়, বাহার কৰ্ম নাই, তাহাকে অকৰ্মক বলে, অকৰ্মক ধাতুর কেবল কৰ্তৃবাচ্যে ও ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়। (৩)

বিভক্তি।

৪০। এণ প্রত্যয়ান্য পদের সহিত যোগ হইলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। (৪) যথা “উত্তরেণ গ্রামম্” কেবল নিকট উত্তর দিগে গ্রাম আছে।

৪১। হা, ধিক্, অন্তরা, অন্তরেণ, প্রতি, অতি, অমু এই কতগুলি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা “হা পুত্রম্” অক্ষেপ-বোধক অর্থাৎ হা পুত্র, “ধিক্ দ্বান্” তোমাকে ধিক, “অন্তরা বুধান্” পণ্ডিত সকলের মধ্যে, “নামন্তরেণ” আমা বাতিরেক, “তৎ প্রতি” তাহার প্রতি, “গ্রামমতিতিষ্ঠতি” গ্রামকে প্রাপ্ত হইয়া আছে, “গুরুমনুতিষ্ঠতি” গুরুর সহিত আছে।

(৩) কৰ্মবাচ্যে কেবল একি বচন হয়।

(৪) অন্তর বুঝিতে পক্ষা বিভক্তি স্থানে এণ হয়।

৪২। ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে ক্রীবলিৎ এবং দ্বিক্রীয়ার এক বচন হয়। যথা “স্তোত্রিঃ পঠতি” অল্প পাক করিতেছে, “মন্দঃ হসতি” মন্দ হাসিতেছে।

৪৩। গমনার্থ ধাতুর কর্মে বিকল্পে চ দুই বিভক্তি হয়। যথা “গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামায় গচ্ছতি” গ্রামে গমন করিতেছে।

৪৪। যদি পাদে প্রক্ষেপ না হয় এবং পদ-ব্যক্তি শব্দ কর্ম হয়, তাহা হইলে হয় না। যথা “মনসা পর্কতং গচ্ছতি” মনোদ্বারা পর্কতে গমন করিতেছে, “পত্নানং গচ্ছতি” পথে গমন করিতেছে।

৪৫। অনাদরবোধক অপ্ৰাণিবাচক (৫) কর্ম ভূত উপমান শব্দের উক্তর দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, “ন জ্বাং তৃণং মন্যে, ন জ্বাং তৃণায় মন্যে” তোমাকে তৃণের ন্যায় মান্যমান হয় না।

৪৬। বিনা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া তৃতীয়া

(৫) কেবল অপ্ৰাণিবাচক মধ্যে মনু শব্দের উক্তর হয়। যথা “ন জ্বাং মন্যে, ত্বমে মন্যে”।

পঞ্চমী বিতক্তি হয় । যথা “বিদ্যাং বিনা না-
দরো ভবতি” বিদ্যা তিস্ত্বাদর হয় না, “ধনেন
বিনা ন সুখং” ধন তিস্ত্ব সুখ হয় না, “অগ্নাচ্চিনা
ন তৃপ্তিৰ্ভবতি” অগ্নি তিস্ত্ব তৃপ্তি হয় না ।

৪৭ । ঋতে শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী
বিতক্তি হয় । যথা, “ওরুমুতে নোপদেশঃ”
ওরু বাতিরেক উপদেশ হয় না, “জানাদৃতে
ন ভক্তিঃ” জ্ঞান ব্যতিরেক ভক্তি হয় না ।

৪৮ । কুৎসিত অঙ্গ বুঝাইলে তৃতীয়া বিতক্তি
হয় । যথা, “অঙ্গুকাণঃ” চক্ষুঃ বহুতৈ কাণা ।

৪৯ । সহায় শব্দযোগে এবং বুঝাখবোধক
অলম শব্দ যোগে তৃতীয়া বিতক্তি হয় । যথা,
“নিবোধসহ” নিবোধর সহিত, এইরূপ, “ধনেন
শাকম্, কলেন সার্কম্, ভাষ্যয়া সমম্, অধিকে-
নালম্” অধিক বুঝা (৬)

৫০ । হেতু অর্থ বুঝাইতে তৃতীয়া ও পঞ্চমী
বিতক্তি হয় । যথা, “তেন ন গতঃ” সেই হেতু

(৬) কিন্তু কিম্ শব্দযোগে যে তৃতীয়া বিতক্তি অন্য গ্রন্থে
নিধিত আছে, বরং অর্থাৎ অকাশ থাকিতে এই বলে ব্যক্তি করা
গেল নাই।

গমন করিয়াছে না, “কস্মাদাভূতোহং” কি
হেতু আমি আহুত হইয়াছি।

৫১। সর্গার্থ শব্দযোগে তৃতীয়া ও বচী
বিত্তি হয়। যথা, “রামেন সদৃশো নাস্তি”
রামের সদৃশ নাই, “ভীমস্ত সমানঃ কঃ”
ভীমের সমান কে, “জ্ঞানাসনোবকুনাস্তি”
জ্ঞানর সমান বকু নাই।

৫২। তৃত্বার্থ ধাতুর প্রয়োগ ধর্মকেনে ক-
ক্ষাথে চতুর্থী বিত্তি হয়। যথা, “পিতৃত্য-
স্তপ্নয়ামি” “পিতৃণ্যককে তপ্নন করিতেছি।

৫৩। আত্মনির্গাৎ রূপে ধাতুর প্রয়োগ
ধাক্ষিলে চতুর্থী বিত্তি হয়। যথা, “মহং রো-
চতে ফলং” ফল আমার কাঁচকর।

৫৪। নিমিত্তার্থ এবং উল্লেখার্থ বুঝাইলে
চতুর্থী বিত্তি হয়। যথা, “জ্ঞানোঃ অধ্যয়নম্”
জ্ঞান নিমিত্ত অধ্যয়ন, “ভূতৈশ্চ নিবেদয়ামি”
তদুদ্দেশে নিবেদন করিতেছি।

৫৫। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, বৌষট্
ও সমর্পণবাচক অনন্য শব্দ যোগে চতুর্থী বি-
ত্তি হয়। যথা “ব্রাহ্মণায় নমঃ, তুভ্যং স্বস্তি,

পিতৃভ্যঃ স্বাহা, অগ্নয়ে স্বধা, ইন্দ্রায় বৌষট্ ।

যুক্তায় মনম্” যুদ্ধের সমর্থ ।

৫৬। বর্জ্জন বুঝাইতে অপ ও পরি শব্দ ও
পার্থক্য এবং অকধি বুঝাইতে অা শব্দ যোগে
পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা “অপদরিদ্ধেভ্যা
ধনং দদাতি” দরিদ্ধদিগকে বর্জ্জন করিয়া ধন
দিতেছে, “পরিদেবশাস্ত্রে মেঘো বর্ষতি” আ
মার দেশ বর্জ্জন করিয়া মেঘ বর্ষণ করিতেছে,
“অসমুদ্রাৎ করং গৃহাতি” সমুদ্র অবধি করিয়া
অথবা সমুদ্র পর্য্যন্ত কর গ্রহণ করিতেছে।

৫৭। দিগ্বাচক ও ভয়বাচক শব্দ এবং
অন্য ও ইতর শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তি
হয়। যথা, “জ্ঞানাত পূর্ব্বম্” জ্ঞানের পূর্ব্ব,
“মদক্ষিণম্” জ্ঞানার দক্ষিণ, “বাস্ত্রাদ্রুম্”
বাস্ত্রের ভয়, “তস্মাদনাঃ” তাহার অন্য,
“মহাজনাদিতরঃ” মহাজনের ইতর।

৫৮। অপেক্ষা অর্থ বুঝাইতে পঞ্চমী বি-
ভক্তি হয়। যথা “অশ্বদেবনুত্তমঃ” ইহা অপে-
ক্ষায় ইনি উত্তম।

৫৯। অনন্তরার্ধে বিহিত যপ্ প্রত্যয়

পদের লোপ (১) হইলে, কর্মপদে 'পঞ্চমী' বিভক্তি হয়। যথা, "উদরঃ পশুং বিদারয়তি" শব্দঃ অর্থাৎ উদরঃ লক্ষ্যকৃত্য পশুং বিদারয়তি শব্দঃ উদরকে লক্ষ্য করিয়া পশু পশুকে বিদারণ করিতেছে, লক্ষ্যকৃত্য এই যপ্ প্রত্যয়ান্ত পদের লোপ হইয়াছে, তাহার কর্ম যে উদর, তাহাতে পঞ্চমীবিভক্তি হইল।

৩০। হেতু পদের প্রয়োগ থাকিলে, জানাতে, তাহার বিশেষ্য পদে যষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, "ধনস্য হেতোরাগমনম্" ধন হেতু আগমন, জ্ঞানস্য হেতোরথায়নম্, জ্ঞানহেতু অধ্যয়ন।

৩১। তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত অর্থপদে ধাতুর প্রয়োগে কনোত্ত্রে দিকল্পে যষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, "জরোঃ স্মরতি, জরং স্মরতি" জরকে চিন্তা করিতেছে, এই রূপে "পিতৃক্ষিত্যতি, পিতরং চিত্তয়তি"।

৩২। তিঙ্ প্রত্যয়ান্ত হিংসার্থ ধাতুরা নোপে

(৩) বৈধাকরণের, সাক্ষ্যক ধাতুর উত্তর যে যপ্ প্রত্যয় হয়, সেই যপ্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর বিকল্পে লোপ করিয়া থাকে।

কর্মেতে বিকল্পে যজ্ঞী বিভক্তি হয়, অথবা যজ্ঞী
বিকল্পিত। যথা: “শত্ৰোরুজতি, শত্ৰুং রুজতি,
চৌরশ্চ পীড়য়তি, চৌরং পীড়য়তি” শক্তি ও
চৌরকে পীড়া দিতেছে।

৬৩। ক্র দাতু ভিঙন্তু ইত্যেনে কর্মেতে বি-
কল্পে যজ্ঞী হয়, উপকারি অর্থ বুঝাইলে। যথা
“মিত্রয়োপস্করতে, মিত্রমুপস্করতে” মিত্রের
উপকার করে।

৬৪। কালিষাটক শব্দ বিচ্যমান অথবৈশিক
পক্ষেব উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়, কর্তৃদ্বারা কর-
কের অধিব্যয় ইত্যেনে। যথা “বসন্তে নানা কুসু-
মানি স্কুরন্তি” বসন্ত কালে নানা কুসুম বিক-
সিত হয়। (৭) “বয়ি ক্রিংরা বয়ি সতি কিং
ভয়ম্” তুমি থাকিতে কি ভয়।

৬৫। নিমিত্ত অর্থ বুঝাইতে সপ্তমী বিভক্তি ও
হয়, যদি সেই নিমিত্ত কর্মের অব্যয়ব হয়।
যথা “দন্তরো গজং হন্তি” দন্তের নিমিত্ত গজকে

(৭) বাহার ধারণা শক্তি আছে, তাহাকে আধার বলে,
কালের ধারণা শক্তি নাই, অতএব আধার রূপে পরিগণিত
হয় নাই।

বল করে, গজ-কর্মপদের অবয়ব দৃষ্ট হইলে
“কর্মণি ব্যাক্তং হন্তি” চর্মের নিমিত্ত রাক্ষসকে
বধ করে, ব্যাক্ত-কর্মপদের অবয়ব চর্ম হইল।

৬৬। সম্রাট বুঝাইতে-বলী ও লগুণী বিভক্তি
হয়। যথা, “রাক্ষস-শাখা, রাক্ষ-শাখা” রাক্ষের
শাখা “তম ইন্দ্রঃ তমিহীন্দ্রঃ” তাহার ইন্দ্রঃ।

৬৭। নির্ধারণ-বুঝাইতে-বলী ও লগুণী
বিভক্তি হয়। (৮) যথা, “পুরুষাণাং নারায়ণঃ
শ্রেষ্ঠঃ, পুরুষেষু নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠঃ” পুরুষের
মধ্যে নারায়ণ শ্রেষ্ঠঃ, “জীবাঃ সীতা সতী,
জীবু সীতা সতী” জী সকলের মধ্যে সীতা
সতী।

কৃৎ :

৬৮। কৃৎ প্রত্যয়ের যৌগে কর্মেতে ও
কর্তাতে বলী বিভক্তি হয়। যথা, (কর্ম) “জগতাং
কর্তা” জগতের কর্তা “কপশ্য দর্শনম্” কপের
দর্শন, (কর্তা) “রাক্ষোঃপতিঃ” রাক্ষের
উৎপত্তি।

(৮) যে অনেক বিশেষক ব্যক্তি মধ্যে শুধাদি ব্যক্তি কোন
এক বস্তু কি ব্যক্তি পৃথক করায়, তাহাকে নির্ধারণ বলে।

৬৯। সকর্মক ধাতুর ভাববাচ্যে ক্রুৎ প্রত্যয় হইলে কর্তৃভাৱে তৃতীয়া কর্মেতে যঙ্গী বিভক্তি হয় । যথা, “ওদনস্ত পাচনং পাচকেন” পাচক কর্তৃক ওদনের পাক, “ধনস্ত লান্তো বিহুষা” পণ্ডিত কর্তৃক ধনের লোভ ।

৭০। যদি কর্তৃবাচ্যে ক্রুৎ প্রত্যয় হয়, তবে কর্মেতে যঙ্গী বিভক্তি হইবে, সেই ক্রুৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কর্তার সামান্যধিকরণ বিশেষণ হইবে । যথা “পুস্তকস্ত কৰ্ত্তা অথবা কারকঃ কবিঃ” কবি পুস্তকের কর্তা অথবা কারক “দেবজ্ঞা-রাধকং সাধুং পশ্যতি” দেবের আরাধক সাধুকে দেখিতেছে ।

৭১। যদি কর্মবাচ্যে ক্রুৎ প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে কর্তৃভাৱে যঙ্গী বিভক্তি হয়, ক্রুৎ প্রত্যয়ান্ত পদ কর্মের সামান্যধিকরণ বিশেষণ হয় । যথা, “তস্ত কৰ্ম্ম ইদং” তাহার এই কর্ম ।

৭২। তবা, অনীয়, ব, কাপ্, ঘাণ্ (৯) এই সকল প্রত্যয় হইলে কর্তৃভাৱে তৃতীয়া ও যঙ্গী

(৯) এই সকল প্রত্যয় ভবিষ্যৎকালে সকর্মক ধাতুর উত্তর কর্মে অকর্মক ধাতুর উত্তর ভাবে হয় ।

বিতস্তি হয়। যথা; “ময়া পঠিতবৎ পুস্তকং,
মম পঠিতবৎ পুস্তকম্” আমার পাঠ্য পুস্তক,
“ত্বয়া করণীয়ং; তব করণীয়ম্” তোমার কর্তব্য
“তস্ম তেন বা দেয়ং ধনম্” তাহার বা তৎ কর্তৃক
দাতব্য ধন, “ময়া বা সমকৃত্যোধর্মঃ” আমার
কর্তৃক বা আমার কার্য্য ধর্ম, “তস্ম তেন বা
বাচ্যম্” তাহার বা তৎ কর্তৃক বাচ্য।

৭৩। ক্র, ক্রবৎ, শতঙ, আন, (১০) বস্, অব্যয়
ইত্যাদি(২১) কতগুলি প্রত্যয় হইলে কর্তৃ ও
কর্ম্মোতে যণী বিভক্তি হইয়া, অর্থাৎ কর্ম্মবাচ্যে
প্রয়োগ করিলে কর্তৃভেদে তৃতীয়া, কর্তৃবাচ্যে
প্রয়োগ করিলে কর্ম্মোতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।
যথা; (২২) “পুস্তকং পঠিতং বালকেন” বালক
কর্তৃক পুস্তক পঠিত হইয়াছে, “স জ্ঞাতঃ” সে

(১০) আন প্রত্যয় দুইটি এক অতীত কালে অগর বর্তমান
কালে হয়।

(১১) ক্র, ক্রবৎ, শতঙ, স্যশতঙ আন, স্যমান, কি, উদঙ,
উখঙ, অব্যয় পল অর্থ ভূম, সন্ত ও ত্বিকু ধাতুর উত্তর উ।

(১২) ক্র প্রত্যয় ভাববাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে সম, ক্রহ প্রভি
কতগুলি ও অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে, ক্রবৎ ও শতঙ
স্যশতঙ বস্ কেবল কর্তৃবাচ্যে আন স্যমান সাকর্ম্মক ধাতুর
কর্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে অকর্ম্মক ধাতুর কর্তৃ ও ভাববাচ্যে
অব্যয় ভাববাচ্যে তদ্বিধ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে হয়।

হইয়াছে, “গ্রামং গন্তো ভূতাঃ” ভূতা গ্রামে
গমন করিয়াছে, “ধীরং সমাদৃতবান্ রাজা”
রাজা পণ্ডিতকে সমাদর করিয়াছে, “ধাবন্
ব্রতীতি” বেগে গমন করিতে বলিতেছে, “সর্বং
মনামানোহহং” সকল আমি মন্যমান হই-
য়াছি, “অন্নং পেচিবান্ সূপকারঃ” সূপকার
অন্ন পাক করিয়াছিল, “মামুক্তা গচ্ছ” আমাকে
বলিয়া যাও ।

৭৪। যে সকল ধাতুর ঞ্ ও ইৎ যায়, সেই
সকল ধাতু ও ইচ্ছার্থ ধাতু ও জ্ঞানার্থ ধাতু ও
পূজার্থ ধাতুর উত্তর বর্তমান কালেও ক্ত প্রত্যয়
হইয়া থাকে, তাহা হইলে কর্তৃবাচ্যে কর্ম্মতে
কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তাতে বাকী বিভক্তি হয় । যথা,
নীঞ ধাতু “তচ্ছ আনীতং পত্রম্” তাহার
আনীত পত্র, “স নীতঃ পত্রম্” সে পত্রকে
লইতেছে, “ইষ তেষামিচ্ছম্” তাহাদের ইচ্ছা,
“ইকৌধনামাং ত্বম্” তুমি ধন ইচ্ছা করি-
তেছ, “মম জ্ঞাতম্” আমার জ্ঞাত, “জ্ঞাতোহং
সর্বেষাম্” আমি সকলকে জানিতেছি, “পূ-
জিতো গুরুমম্” আমার পূজিত গুরু ।

লিঙ্গ ।

৭৫ । কতগুলি কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুং-
লিঙ্গ, কতগুলি ত্রীলিঙ্গ, কতগুলি ক্লীবলিঙ্গ
হয়, কতগুলি ত্রিলিঙ্গ হইয়া থাকে ।

৭৬ । যৎ অল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুং-
লিঙ্গ হয়, তাহার রূপ নর শব্দের ন্যায় । যথা,
রু × যৎ = রুতঃ, গ্রহ × অল্ = গ্রহঃ ।

৭৭ । ভাববাচ্যোক্তপ ও ত্রিৎ এবং প্রত্য-
য়ান্ত ধাতুর অ ও কর্মবাচ্যে শচ এই সকল
প্রত্যয়ান্ত শব্দ ত্রীলিঙ্গ হয়, তাহার রূপ, ক্রিপ-
প্রত্যয়ান্ত শব্দ কতগুলি আপদ শব্দের, ন্যায়,
কতগুলি বাচ শব্দের ন্যায়, কতগুলি দিশ-
শব্দের ন্যায়, এবং অন্য অন্য রূপও, হইয়া
থাকে (১৬) ত্রি প্রত্যয়ান্ত শব্দ মতি শব্দের
ন্যায়, অ প্রত্যয়ান্ত ও শচ প্রত্যয়ান্ত শব্দ লতা
শব্দের ন্যায় । যথা, যুদ্ × ক্রিপ = যুদ্ধ, কৃচ্ ×
ক্রিপ = যুদ্ধ, দৃশ × ক্রিপ = দৃশ, গম্ × ত্রি =

(১৬) যুদ্ + ক্রিপ = যুদ্ধ-যুট কার্জ + ক্রিপ = রাট বিবর্জ + ক্রিপ
বিট ।

গতিঃ, চিকীৰ্ষ × অ = 'চকীৰ্ষা, ক্রিয়ত ইতি।

কৃ × শচ্ = ক্রিয়া ।

৭৮। অনট্ এবং নন্ ও এন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল ক্রীবাচিক হয়, তন্মধ্যে অন ও এন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কল শব্দের ন্যায়, মন্ (২৪) প্রত্যয়ান্ত শব্দ নামন্ ও কর্মন্ শব্দের ন্যায় ; যথা, করণম্, ছত্রম্, ধাম, চন্দ্রা ।

৭৯। ইনন্ত ধাতুর উত্তর অন ইইমে স্ত্রীলিঙ্গ হয় । যথা, ভাবনা, যাতনা ।

৮০। যু প্রভৃতি কতগুলি ধাতুর উত্তর বে কর্তৃবাচ্যে অন হয়, তাহার রূপ তিন লিঙ্গের হয় (২৫) যথা, জবনঃ, জবনা, জবনং (২৬)।

৮১। তবা অনীর প্রভৃতি (২৭) কতগুলি

(২৪) কোন কোন স্থানে মন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গও ইইয়া থাকে ।

(২৫) জু চংক্রম দংদম নক্ষয় ধূম ও কুচাদি এবং ক্রোধার্থ ও চলনার্থ ও ভ্রমণার্থ ধাতু ।

(২৬) যাহার বিশেষণ হয়, তাহার লিঙ্গই হয় ।

(২৭) তব্য ঘ্যন্ নীঘ ক্যপ্ যঃ ক্তঃ ক্তবচ্চ শত্ও ওথ ।

“অন সামানঃ স্যশত্ও অগ শঃ থঃ গশ্ অকোহগি নচ । উক উরো ববোরোড় উক্ ষক্ ইফু ভূচেবহি । এতেচান্যেচ বহবঃ ক্তঃ প্রত্যয়া উদীৰিতাঃ ।

প্রত্যয় যাহার বিশেষণ হয়. তাহার লিঙ্গই হয়, অতএব তাহাদিগকে ত্রিলিঙ্গ বলিয়া থাকে।

৮২। শত ৬ ও স্তম্ভত্বে প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুংলিঙ্গে গায়ত্রী শব্দের ন্যায়, ক্রীতলিঙ্গে মত্বে শব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে নদী শব্দের ন্যায় (২৮) যথা (পুং) পচ × শত্বে = পচন, দিব শত্বে = দীবান্, রুচ × ই × শত্বে = রোচয়ন্, (ক্ৰী) পচৎ, দীবাৎ, রোচয়ৎ, (স্ত্রী) পচন্তী, দীবান্তী, রোচয়ন্তী।

৮৩। ণিন প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে গুণিন, শব্দের ন্যায়, ক্রীতলিঙ্গে দ্বিতীয়া বিবর্তিত গম্যন্ত বারি শব্দের ন্যায়, তদ্ধিত সকল ণিন-কৃতে গুণিন্ শব্দের ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে ই প্রত্যয় হইয়া নদী শব্দের ন্যায় রূপ হয়। যথা (পুং) সাধু-বদ × ণিন্ = সাধুবাদী, (ক্ৰী) সাধুবাদি, (স্ত্রী) সাধুবাদিনী।

(১৮) স্ত্রীলিঙ্গে শত্বে ও স্তম্ভত্বে ত স্থানে শু হয়, কিন্তু ভাদি দিবাদি ও ইনন্ত ধাতু ভিন্ন অর্গাৎ অন্য গণীয় ধাতুও ত স্থানে শু হয় ন, ভাদি ও ভাদি ধাতু সম্বন্ধে বিকল্পে ত

৮৪। অণ্ টক্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল পুং-
লিঙ্গে নর শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দের
ন্যায়, স্ত্রীলিঙ্গে ঐ প্রত্যয় হইয়া নদী শব্দের
ন্যায় হয় । যথা. (পুং) অণ্==কুন্তকারঃ (ক্লী.)
দেহপোষণং পয়ঃ, (স্ত্রী) প্রাণাপহারী কুণ্ঠা-
টক্==তাদৃশঃ তাদৃশম্ তাদৃশী ।

৮৫। তৃচ ও তৃণ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গে
দাতৃ শব্দের ন্যায়, ক্লীবলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গ স্বাকা-
রান্ত শব্দের ন্যায়, (১৯) স্ত্রীলিঙ্গে ঐ প্রত্যয়
হইয়া নদী শব্দের ন্যায় হয় । যথা. (পুং) তৃচ==
দাতা, তৃণ্==উচিৎতংবল্লা, (ক্লী.) কষ্ট (স্ত্রী)
পাণ্ডয়িত্রী ।

৮৬। অন্য অন্য অকারান্ত প্রত্যয় যুক্ত শব্দ
সকল পুংলিঙ্গে নর শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ফল শব্দ
স্ত্রীলিঙ্গে লতা শব্দের ন্যায় হইবেক ।

৮৭। ইকারান্ত ও উকারান্ত প্রত্যয় যুক্ত
শব্দ সকল পুংলিঙ্গে মুনি ও মাধু শব্দের ন্যায়,
ক্লীবলিঙ্গে ক্লীবলিঙ্গ ইকারান্ত উকারান্ত শব্দের

(১৯) ভূতীয়াদি শ্রীয়াদি বিভক্তি গবে বিকল্পে নকারাগম
হইয়া থাকে ।

ন্যায় স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঐ প্রত্যয় হইয়া ঐ প্রত্যয়ান্ত নদী শব্দের ন্যায় ঐ প্রত্যয়ান্ত না হওয়া পক্ষে মতি ও ধেনু শব্দের ন্যায় হইবেক ।

৮৮ । অক প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে হইলে অকের পূর্ব অকার ইকার হয় । যথা, কারক স্ত্রী ‘কারিকা’ এইরূপ ‘পাটিকা’ ‘নাগিকা’ ।

অক্ প্রত্যয় ।

৮৯ । সৰ্ব্বনাম (২০) ও অব্যয় শব্দের অন্ত্য স্বরের পূর্বে অক প্রত্যয় হয় বিকল্পে । যথা, সৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বকঃ, অন্যঃ অন্যকঃ, যঃ যকঃ, যুবাভ্যাম্ যুবক্যভ্যাম্, একঃ এককঃ, (অব্যয়) স্বঃ স্বকঃ, উচ্চঃ উচ্চকৈঃ ।

৯০ । তিঙন্ত পদের অন্ত্য স্বরের পূর্বে অক্ হয় বিকল্পে । যথা, পচতি পচতকি, বেত্তি বেত্তকি ।

(২০) সৰ্ব্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, অন্য, অন্যতর, ইতর, ততর, প্রত্যয়ান্ত, উত্তম প্রত্যয়ান্ত, পূৰ্ব্বাদি, জাতি এবং ধনবাচক স্ত্রিয় বচনাদি, যুয়দ, অয়দ, কিম্, এক, দ্বি, কতগুলি শব্দকে সৰ্ব্বনাম বলে ।

৯১। সৰ্ব্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়াপদ ভিন্ন কতগুলি শব্দের উত্তর ক প্রত্যয় বিকল্পে হয়। যথা, মণিঃ মণিকঃ ।

৯২। অজ্ঞান এবং কুৎসা ও দয়া ও উপযুক্ত বাক্য এবং অল্প ও ক্ষুদ্র বুঝাইলে নিত্য ক প্রত্যয় হয়। যথা, (অজ্ঞান) কার ধেনু= ধেনুকঃ, (কুৎসা) কুৎসিত অশ্ব. এই অর্থে অশ্বকঃ, (দয়া) বৎসকঃ, অর্থাৎ বৎসক বলিলে দয়াযুক্ত বাক্যটি বোঝ হয়. (উপযুক্ত বাক্য) "এতুৎকুরাশীর্বাদকং কয়োতু" আগনি ওর আশুন আশীর্বাদ করুন (অল্প) দুগ্ধকম, অল্পদুগ্ধ বোধ করিলে, (ক্ষুদ্র) ব্রহ্মকঃ, ছোট ব্রহ্ম ।

৯৩। অক প্রত্যয় ও ক প্রত্যয় হইলে ক পূর্বে যে অকার থাকে, তাহার স্থানে ইকাব হয় স্ত্রীলিঙ্গে। যথা, সর্ষিকা, টিক্কা ।

৯৪। অনেক স্থানে না হইয়াও থাকে। যথা, যকা, সকা, নন্দকা, কনাকা, জীবকা (২১) ।

(২১) জীবিকাও হইয়া থাকে, কিন্তু জীবিকা শব্দটিই ব্যবহৃত হইতেছে।

৯৫। বহুব্রীহি সমাস হইলে ঋদন্ত এবং জ্রীলিঙ্গ ঈদন্ত শব্দের উত্তর ক হয়। যথা, একঃ কর্তা যন্ত==এক কর্তৃকঃ, শ্রিয়া সহ যঃ--সন্তীকঃ।

৯৬। অন্য অন্য শব্দের উত্তর বহুব্রীহি সমাস হইলে বিকল্পে ক প্রত্যয় হয়। যথা, বহুনি ধনানি যন্ত==বহুধনঃ বহুধনকঃ, একা-ভার্য্য যযোঃ--একভার্য্যৌ একভার্য্যাকৌ, দ্বৌ-মণী যেষাং--দ্বিমণয়ঃ দ্বিনিধিকঃ।

৯৭। অনড়াহ, পুংস্, পয়স, লক্ষ্মী, নৌ এই সকল শব্দ বিশেষ্য পদে বহুব্রীহি সমাস হইলে নিত্য ক প্রত্যয় হয় : যদি ঐ সকল শব্দ এক বচন দ্বারা সমাস করা যায়। যথা, (১২১) "একানডুহনডুহান যন্ত বা যেষাম্ একানডুৎকঃ বা একানডুৎকাঃ, ঐত্তমঃ পুংস্ যযোঃ ঐত্তম পুংস্কে স্ত্রিয়ৌ, নির্মলং পয়ো যাস্থ নির্মল পয়স্কাঃ, লক্ষ্ম্যা সহ যঃ সলক্ষ্মীকঃ, বিস্তীর্ণা নৌর্ষশ্চ বিস্তীর্ণনুকঃ"।

৯৮। সামানাধিকরণ বিশেষণের সহিত

(১২২) যদি দ্বিবচন কিংবা বহুবচন দ্বারা সমাস হয়, তাহা হইলে বিকল্পে তইবেক।

স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হইলে বিশেষ-
ণে পুংলিঙ্গের চিহ্ন হয় । যথা, সমান্য ভাৰ্য্যা
এই কর্মধারয় সমাসে সমানভাৰ্য্যা হইল,
মনোরমা স্ত্রী এই সমাসে মনোরমস্ত্রী হইল ।

২০০ । যদি পূরণ বাচক কিংবা অক্ অথবা
ক ও অক্ প্রত্যয়ান্ত পদ এবং সংজ্ঞাবাচক শব্দ
বিশেষণ হয়, তাহা হইলে হয় না । যথা,
পঞ্চমীভাৰ্য্যা, এই সমাসে পঞ্চমীভাৰ্য্যাট
রহিল, এবং পাটিকাভাৰ্য্যা, জাবিকামালা,
সাবিকাবিত্তা, শুভ্রাভাৰ্য্যা ।

২০১ । কিন্তু এই সকল বিশেষণ বিশেষ্যে
যদি স্ত্রীলিঙ্গ সমাস হইলে পদপদে স্ত্রীলিঙ্গ চিহ্ন
না থাকিয়া যাহার বিশেষণ হয়, তাহার চিহ্ন
হইবেক, বিশেষণ পদে যে যে রূপ উক্ত আছে,
সেই রূপই থাকিবেক । যথা, সুন্দরী ভাৰ্য্যা,
যস্য = সুন্দরভাৰ্য্যা, পাটিকা পুত্রী যস্য =
পাটিকাপুত্রঃ ।

২০২ । তব্য, অনীয়, ক্যপ, ব, ঘাণ্ প্রত্যয়ান্ত
শব্দ পরে থাকিলে অবশ্যম্ শব্দের মকারের

লোপ হয় । (২^৩) যথা, অবশ্য বক্তব্যম্, অবশ্য করণীয়ম্, অবশ্য কৃতান্, অবশ্য দেয়ম্, অবশ্য ভাব্যম্ ।

১০২ । ঐ সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল যদি উপসর্গের সহিত যোগ থাকে, তাহা হইলে হয় না । যথা, অবশ্যং প্রতিপাদ্যম্ ।

১০৩ । প্রথমা এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির এক বচন ও দ্বিবচন ভিন্ন অন্য বিভক্তি পরে থাকিলে নাস শব্দ স্থানে নাস্ এবং নিশা শব্দ স্থানে নিশ্ হয় । যথা—

দ্বিতীয়া বহুবচন ।

মামান্ নাসঃ । নিশাঃ নিশঃ ।

এইরূপ অন্য অন্য বিভক্তিতেও জানিবে হইবেক ।

১০৪ । ভূ, অস্, কৃ ধাতুর ণ্যোগ পরে থাকিলে বিকৃতিকর্তা কি বিকার্যাকর্ম্য পদের অন্ত-

(২৩) কাম এসং জনস্ শব্দ পরে থাকিলে ওদের ম লোপ হয় ।

11

